160559 - বিক্রেতার মালিকানায় নেই এমন পণ্য বিক্রি করার হুকুম এবং এমন লেনদেনে শুদ্ধ করার পদ্ধতিসমূহ

প্রশ্ন

আমি বিদেশে থাকি। আমার আর্থিক অবস্থা খুবই নাজুক। আমার স্বামী কোনো কাজ করে না। স্বামীকে সাহায্য করার জন্য আমি অনলাইনে কিছু কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি যে দেশে থাকি সেখানে কোনো বোন যদি পণ্য কিনতে চায় তাহলে আমি সেটি খুঁজে দিই। ক্রেতার কাছে পণ্যের ছবি পাঠাই। যদি সে রাজী হয় তাহলে ডেলিভারির খরচসহ মূল্য হিসাব করে তাকে জানিয়ে দিই। এরপর অর্থ পাঠাতে বলি। সে অর্থ দিয়ে পণ্য ক্রয় করে ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দিই। সবকিছু বেশ ভালোভাবে চলছিল। আমি আমার কাজ নিয়ে সুখী ছিলাম। কিন্তু একদিন এক ব্যবসায়ী বোন আমার কাছে একটি পণ্য চাইল। সে আমাকে কিছু ওয়েবসাইট দিল যেখানে পণ্যটি পাওয়া যাবে। আমি যখন পণ্যটির মূল্য হিসাব করে তাকে পাঠালাম সে আমাকে অর্থ পাঠিয়ে দিল (যার পরিমাণ ছিল ৬৭০ আমেরিকান ডলার)। তখন আমি পণ্যটি কিনে সেটা পৌঁছার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু পণ্যটি আসল না। এখানে সমস্যাটা হলো: আমি পণ্যটি কিনিছি, কিন্তু সেটি আমাকে ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। যে ওয়েবসাইট থেকে আমরা পণ্যটি কিনিছে সেটার সাথে আমরা যখন যোগাযোগ করলাম তখন কেউ উত্তর দিল না। খোঁজাখুঁজি করে স্পষ্ট হল যে কোম্পানিটি ভুয়া, আমরা প্রতারিত হয়েছি। তারা অর্থ চুরির জন্য ওয়েবসাইট বানিয়েছে। ঐ বোনকে এই খবর জানানোর পরে সে বিশ্বাস করল না। সে আমাকে মিথ্যুক ও প্রতারক বলল। আমি কসম করে তাকে বললাম যে আমার যখনই সুযোগ হবে আমি আমার স্বামীর অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার জন্য এই অর্থ সঞ্চয় করে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু ঘটনাটি ঘটার পর প্রায় এক বছর বা এর বেশি সময় চলে গেছে। আমি এখনো সেই পরিমাণ অর্থ জমাতে পারিনি। আমাকে কি ঐ অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে? উল্লেখ্য, এই অর্থ নিয়েছে একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান, আর উক্ত বোন আমার কাছে অর্থ দাবী করছে? এক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কী? আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, শাইখ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আপনি যে লেনদেনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছেন তা নিঃসন্দেহে শরীয়তসম্মত নয়। এটি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ আপনি এমন কিছু বিক্রি করছেন যার মালিক আপনি না, আপনি এমন কিছু বিক্রি করছেন যা আপনার কাছে নেই, ক্রেতাকে সেটার নিশ্চয়তা দেয়া ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা আপনার নেই। এতে করে এটি হয়ে গেল প্রতারণামূলক বিক্রি ও জুয়ার

লনেদনে। এ ধরনরে লনেদনেরে ফলে ঝগড়া-ববিাদরে অনকেগুলো ক্ষত্রে সৃষ্টি হয়। হতে পারে আপনি পণ্যটি যে দামে বক্রিি করছেনে হঠাৎ করে এর দাম বড়েে গছে। হতে পারে পণ্যটরি স্টক শষে। আরো একটি সমস্যা, যা আপনার লনেদনেে ঘটছে। সটেি হচ্ছে ব্যবসায়ীর অস্তত্বিই না থাকা! সুতরাং কার জন্য এমন কোনো নর্দিষ্টি পণ্য বক্রিি করা জায়যে নইে— সে যটোর মালকি নয়, যটো তার কাছে নইে। এমন জনিসিও বক্রিি করা জায়যে নইে— যা ববিরণরে মাধ্যমে তার জম্মিায় নর্দিষ্টি; তবে অন্যরে কাছ। অবশ্য কবেল 'সালাম' পদ্ধতরি বক্রিয় এর ব্যতক্রিম।

হাকীম ইবনে হযিাম থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কোনো লোক এসে এমন কছিু কনিতে চায় যা আমার কাছে নইে। আমি কি তার জন্য সটেি বাজার থকেে কনিে দবি?' তনিি বলনে: "তোমার কাছে যে পণ্য নইে তা তুমি বক্রিি করো না।"[হাদীসটি তরিমযিী (১২৩২), আবু দাউদ (৩৫০৩), নাসাঈ (৪৬১৩) ও ইবনে মাজাহ (২১৮৭) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযিীতে এটকিে সহহি বলে গণ্য করনে]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "বক্রিয় ও ঋণ একসাথে বধৈ নয়, এক বক্রিয়ে দুই রকম শর্ত বধৈ নয়, তুমি যটোর জামনি হওনি সটো থকেে মুনাফা গ্রহণ বধৈ নয় এবং যা তোমার কাছে নইে তা বক্রিি করা বধৈ নয়।"[হাদীসটি তরিমযিী (১২৩৪) বর্ণনা করে বলনে: হাদীসটি হাসান সহীহ। এছাড়া আবু দাউদ (৩৫০৪) ও নাসাঈ (৪৬১১) বর্ণনা করনে]

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'দুই হাদীসরে পাঠ একই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন পণ্য বক্রিি করতে নষিধে করছেনে যা ব্যক্তরি কাছে নইে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বচন থকেে এটি সংরক্ষতি। এই প্রকার বক্রিয়ে এক ধরনরে অনশ্চিয়তা রয়ছে। কারণ সে যদি কোনো নর্দিষ্টি পণ্য বক্রিি করে যা তার মালকিানায় নইে, তারপর সটেি ক্রয় করতে যায় কংিবা তাকে হস্তান্তর করতে যায় তখন সে পণ্যটি পাওয়া বা না-পাওয়ার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাক। তাই এটি অনশ্চিতি জুয়ার সদৃশ। তাই এটকিে নষিধে করা হয়ছে।'[সমাপ্ত][যাদুল মা'আদ ফী হাদই খাইরলি ইবাদ (৫/৮০৮)]

তনিি অস্তত্বিহীন জনিসিরে বক্রিরি প্রকারসমূহরে ববিরণ দতিে গয়িে বলনে: 'এমন অস্তত্বিহীন বস্তু যা পাওয়া যাবে কি; যাবে না জানা নইে, বক্রিতোর এটি পাওয়ার ব্যাপারে নশ্চিয়তা নইে, বরং তার থকেে ক্রয়কারী ঝুঁকরি মধ্যে থাক; এ ধরণরে বস্তু বক্রিয় করা শরীয়তপ্রণতো নষিদ্ধি করছেনে। এ নষিধোজ্ঞা বস্তুটি অস্তত্বিহীন হওয়ার কারণে নয়; বরং অনশ্চিয়তার কারণ। এ শ্রণেীর বক্রিয়রে একটি রূপ হাকীম ইবনে হযিাম ও ইবনে আমর রাদয়িাল্লাহু আনহুমার বর্ণতি হাদীসে উদ্ধৃত হয়ছে। বক্রিতো যদি এমন কছিু বক্রিি করে যা তার মালকিানায় নইে এবং যা হস্তান্তর করার ক্ষমতা তার নইে; কন্তিু সে গয়িে বস্তুটি সংগ্রহ করে ক্রতোকে হস্তান্তর করব; এমন লনেদনে জুয়া ও ঝুঁকরি সদৃশ। অথচ এমন লনেদনেে এ দুটোর কোনো প্রয়োজন নইে এবং তাদরে স্বার্থ এর উপর নর্ভির করে না।'[সমাপ্ত][যাদুল মাআদ ফী হাদই খাইরলি ইবাদ (৫/৮১০)]

যদি শরীয়ত অনুযায়ী এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনার জন্য ক্রয় করা সঠিকও হত, তদুপরি পণ্যটি হস্তগত করার আগে, সেটি সেস্থানে থাকা অবস্থায় সেটি বিক্রিয় করা আপনার জন্য জায়েয হত না। অর্থাৎ কার্যত পণ্যটি আপনি হাতে নেয়ার আগে এবং যদি পণ্যটি স্থানান্তরযোগ্য হয় তাহলে সেটিকে আপনার গুদামঘর বা নিজস্ব স্থানে আনার আগে সেটি বিক্রিয় করা জায়েয নেই। আপনার এই লেনদেনে শরীয়তসম্মত না হওয়ার এটি আরেকটি কারণ। দেখুন: (39761) নং প্রশ্নোত্তর।

ইবনে উমর বলেন: আমি বাজার থেকে তেল ক্রয় করলাম। ক্রয় পাকাপাকি হবার পর একজন লোক আমার কাছে এসে আমাকে তাতে একটা ভাল লাভ দিতে চাইলো। আমিও তার হাতে হাত মেরে বিক্রিয় পাকাপাকি করতে চাইলাম। হঠাৎ করে এক লোক পেছন থেকে আমার বাহু ধরে ফেলল। আমি পেছনে চেয়ে দেখলাম, তিনি যাইদ ইবনে সাবেত। তিনি বললেন: 'যেখানে ক্রয় করবেন ঐ স্থানে বিক্রিয় করবেন না, যতক্ষণ আপনার স্থানে নিয়ে না যান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রয় করার স্থানে পণ্য বিক্রিয় করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তা ক্রেতা তার ডেরায় বা স্থানে নিয়ে যায়।'[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৪৯৯) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহ আবি দাউদে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত তিনটি হাদীস উল্লেখ করার পরে বলেন: "উক্ত হাদীস এবং এর সমার্থক হাদীস থেকে সত্যান্বেষী ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট যে কোনো মুসলিমের জন্য এমন পণ্য বিক্রি করা জায়েয নেই যা তার মালিকানায় নেই, পরবর্তীতে সে গিয়ে ওটি ক্রয় করবে। বরং তার উপর আবশ্যক হলো: পণ্যটি কিনে নিজের মালিকানায় আনা অবধি বিক্রিয়কে বিলম্বিত করা। এতে আরো স্পষ্ট হয় যে অনেক মানুষ যে কাজটি করে, তথা পণ্যটি ক্রেতার মালিকানায় কিংবা বাজারে আনার আগে বিক্রেতার দোকানে থাকতেই বিক্রি করে ফেলা— সেটি জায়েয নেই। কারণ এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বিরোধী। অধিকন্তু এটি লেনদেনে নিয়ে খেলা-তামাশা এবং পবিত্র শরীয়ত অনুসরণ না করার নামান্তর। এতে এমন অনিষ্ট, ক্ষতি ও মন্দ পরিণতি রয়েছে যার পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও সমস্ত মুসলমানের জন্য তার শরীয়ত আঁকড়ে ধরার এবং শরীয়তের বিরোধী হয় এমন কিছু থেকে সতর্ক থাকার তৌফিক কামনা করছি।"[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১৯/৫২-৫৩)]

দুই:

আপনার ক্রয়-বিক্রয় যেন শরীয়তসম্মত হয় সে জন্য আপনার করণীয় হচ্ছে:

১. পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী ব্যক্তির কাছে আপনি পণ্য এমনভাবে পেশ করবেন যেন সেটির ব্যাপারে অজ্ঞতা কেটে যায় এবং বিবাদের অবকাশ না থাকে। আপনি পণ্যের মালিক হলে আপনি কত দামে পণ্যটি বিক্রি করবেন সেটি নির্ধারণ করবেন। ক্রেতা আপনাকে এই মূল্যে পণ্যটি কেনার ওয়াদা দিবে। তবে আপনি বিক্রি করতে বাধ্য নন এবং তারাও ক্রয় করতে বাধ্য নন। বরং উভয় পক্ষের লেনদেনে করা কিংবা না করার স্বাধীনতা থাকবে। আপনি যখন শরীয়তসম্মত পন্থায় পণ্যের মালিক হবেন এবং এরপর ক্রেতার সাথে বিক্রি করার চুক্তি করবেন, তখন এই চুক্তিটি উভয়পক্ষের জন্য অনিবার্য হয়ে যাবে এবং

এটি বিক্রয়রে সুবদিতি বধিানসমূহ অধগ্রিহণ করবে। এই প্রকার বক্রিরি নাম ‘ওয়াদার বক্রি’।

দখেুন: (126452) নং প্রশ্নোত্তর । সখোনে এই প্রকার বক্রিরি বধিান আলোচেনা করা হয়ছে।

২. আপনি পণ্যটি কনিতে আগ্রহী ব্যক্তরি কাছে একটি নর্দিষ্টি পরমিাণ কমশিনরে বনিময়ে কংিবা পণ্যরে মূলরে উপর একটি নর্দিষ্টি পার্সন্টেজিরে বনিময়ে সটেি বক্রি করতে পারনে। আপনি মানুষদরে কাছে পণ্য উপস্থাপন করবনে এবং একটি নর্দিষ্টি এমাউন্ট নর্ধিারণ করে দবিনে। যমেন ধরুন: প্রত্যকে লনেদনেরে জন্য দশ ডলার করে কংিবা ক্রয়রে ইনভয়সেরে ২ শতাংশ কর। এই পরমিাণ অর্থ বা শতাংশ পণ্য ক্রয়ে আপনার কষ্ট ও ক্লান্তরি বনিময় হসিবে আপনাকে দওেয়া হব।

আপনি যমেনভাবে ক্রতোদরে এজন্টে হতে পারনে, তমেনভাবে বক্রিতোদরে এজন্টেও হতে পারনে। এ ব্যাপারে বস্তিারতি (154229) নং প্রশ্নোত্তরে দখেুন।

ঐ নারী আপনাকে যে অর্থ দয়িছে সটেি তাকে ফরিয়িে দওেয়া আপনার উপর আবশ্যক। কারণ এটি তার হক। আপনি ওয়বেসাইটরে মালকিরে কাছ থকেে পুলশি বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে অর্থ ফরিয়িে নবিনে। ঐ নারী আপনার কাছ থকেে অর্থ ফরিয়িে নবিনে। আপনি ভুয়া কোম্পানটিি থকেে অর্থ ফরিয়িে নতিে পারনে বা না পারনে তাতে করে আপনার কাছে ঐ নারীর হক কোনোভাবে বদলে যাবে না। বরং সর্বাবস্থায় তার হক আপনার যম্মিায় থকেে যাব। আশা করি তনিি আপনার অবস্থা ববিচেনা করে আপনি স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অবকাশ দবিনে। অথবা তনিি তার হক ছড়েে দবিনে; ছড়েে দয়ো তার জন্য তার রবরে কাছে উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“(খাতক) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতা (আসা) পর্যন্ত (তাকে) অবকাশ দওি। আর মাফ করে দওেয়া তোমাদরে জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।”[সূরা বাকারা: ২৮০]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তনিি যনে স্বামীকে সহায়তা করা ও তার সাথে জীবনরে ভার বহনরে জন্য আপনাকে নকেী লখিে দনে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তনিি যনে আপনাকে উত্তম ও সুন্দর রযিকি প্রদান করনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।